কুষ্টিয়ার মিরপুরে পোকা দমনে জনপ্রিয় হচ্ছে আলোক ফাঁদ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষি ফসলে ক্ষতিকর পোকা নিধনের জন্য আলোক ফাঁদের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সব শ্রেণীর কৃষকের কাছে। ফলে ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যয় এবং বিষমুক্ত ফসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি উভয়ই কমছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার চিথলিয়া ও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়।

এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ সহকারী কর্মকর্তা নিহারুল ইসলাম একযোগে উপজেলার ৪০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান, উপ সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম, উপ সহকারী ময়নুল ইসলাম রাজীব, শাহানাজ সুলতানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত এবং নিধনের লক্ষে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুরু হয়।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে প্রচারণার জন্য প্রথমে কৃষি অফিস কর্তৃক আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়। পরে তা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন প্রতিদিনই কোন না কোন মাঠে কৃষকরা নিজেরাই আলোক ফাঁদ স্থাপন শুরু করেছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান বলেন, ফসলি জমির ধারে দুই থেকে তিন ফিট উপরে একটি ডিটারজেন্ট পাউডার মেশানো পানির গামলার উপরে একটি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আলো দেখে পোকারা উড়ে গিয়ে ওই পানিতে পড়ে মারা যায়। ফলে ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা কমতে থাকে। আর ওই ফসলের জমিতে চরম ক্ষতিকর মাজরা, বিপিএইচ ও পাতামোড়ানো পোকাসহ অন্য কোন পোকা আছে কিনা তা জরিপ করা হয়। যদি ক্ষতিকর পোকা থাকে তা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হয়।

কেউপুর গ্রামের আদর্শ কৃষক ফারুখ আহমেদ, লিটন আহমেদ চুনিয়াপাড়া গ্রামের জিন্নাহ মিয়া বলেন, আলোক ফাঁদের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা নিধন পদ্ধতিটা খুবই দারুন। শুধু ফসল নয়, বাড়িতেও বিরক্তিকর পোকা নিধনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার উপকারে আসে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ ড. হায়াত মাহমুদ জানান, আলোকফাঁদ হলো কোনো কিছু আটকানোর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে শিকার ধরা বা আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু পোকা আছে যারা আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই আলোক ব্যবহার করে আলো-আকর্ষী এসব পোকা আটকানোর বা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য যে ফাঁদ তৈরি করা হয় তাকেই আলোক ফাঁদ বলে। কৃষকের উপকারের জন্য আমরা আলোক ফাঁদ এর ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। এর ফলে ফসলের ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি পদ্ধতি। তাই কৃষকদের আলোক ফাঁদ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়া মৌবনের ইজিবাইকচালকের বিরল সততা! ফিরিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীর টাকা

হাজার টাকার নোটের বান্ডিল পেয়েও তা ফেরত দিলেন কুষ্টিয়ার মৌবনের ইজিবাইক চালক বিপ্লব হোসেন। ওই বান্ডিলে ছিল প্রায়ই ৫০ হাজার টাকা। টাকা ফেরত পেয়ে খুশিতে আত্মহারা টাকার মালিক মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম।

তবে ঘর্মাক্ত আর পরিশ্রান্ত মুখে এক চিমটি হাসি দিয়ে তা বিনয়ের সাথে ফেরত দিয়ে ইজিবাইকচালক বিপ্লব বলেন, টাকাটা যেহেতু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এটাই বড় কথা!’
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মিরপুর উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা ও পৌর বাজারের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলামের ব্যবসার টাকা

শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পড়ে যায়। সেটি কুড়িয়ে পান মৌবনের ইজিবাইক চালক বিপ্লব।

টাকা পাওয়ার পর তিনি তাৎক্ষনিক মৌবনের অফিসে টাকার বান্ডিল জমা দেন। অফিস কতৃপক্ষ তাদের সিসি ক্যামেরা টেনে বিষয়টি নিশ্চিত হন টাকাগুলো পৌর বাজারের ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলামের। পরে মৌবন কতৃপক্ষ জানতে পেরে হারিয়ে যাওয়া ওই টাকা প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম বলেন, টাকাগুলো নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, মৌবনের সামনে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে টাকাগুলো পড়ে যায়। তিনি বলেন, আমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অনেক কষ্টের টাকা। টাকাগুলো হারিয়ে গেলে আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। মৌবনের ইজিবাইক চালকের সততার কারণে হারিয়ে যাওয়া এতগুলো টাকা ফেরত পেয়েছেন জানিয়ে ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম বলেন, এই সমাজে এখনো সৎ মানুষ আছে বলেই টাকাগুলো আমি ফেরত পেয়েছি। পাওয়ার পর বখশিশ দিতে গেলেও ইজিবাইক চালক তা নেয়নি। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি।

টাকাগুলো পেয়েও বিনয়ের সাথে ফেরত দিয়ে ইজিবাইকচালক বিপ্লব হোসেন বলেন, টাকাগুলো যেহেতু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া তাই টাকাগুলো মালিকের হাতে ফেরত দিতে পেরেছি এটাই প্রাপ্তি।

মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, হারিয়ে যাওয়া টাকাগুলো পাওয়ার পর যাচাই বাছাই করে প্রকৃত মালিককে টাকা ফেরত দেয়া হয়। আমাদের মৌবন পরিবারের একজন সদস্য ইজিবাইক চালকের এমন সততায় আমরা মুগ্ধ।

তিনি আরও বলেন, সততা যদি মুল্যায়িত না তাহলে সৎ মানুষের দেখা একসময় জাদুঘরেই মিলবে।

এদিকে মৌবন পরিবারের একজন সদস্য ইজিবাইক চালক বিপ্লবের এমন সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে উপহার এবং নগদ টাকা তুলে দেন মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনী।

নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে—ইমদাদুল হক মিলন

নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে জানিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক ও কালের কণ্ঠ’র প্রধান সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে ‘নারী শিক্ষার প্রসার এবং আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, এখন তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিকূলতা থাকবে কিন্তু এটিকে ভেঙে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। সমাজে কেবল নারী একজন নারী নয়, তাকে মানুষ হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এজন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তবেই তুমি কেবল নারী নয়, নিজেকে সমাজে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে আগে সোনার মানুষ তৈরি করতে হবে বলে উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সত্য কথা বললে সৎ হবে এবং ভালো মানুষ হবে। কারণ একটি দেশের প্রধান সম্পদই হচ্ছে মানবসম্পদ। তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপাড়া শিখে মানুষ হওয়ার আহবান জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার সব কাজ, বিচার-ফয়সালা সত্য কথা বা সত্যবাদিতার ওপর নির্ভরশীল। তাই সদা সত্য কথা বলা সৎ পাথে চলার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব।

বিদ্যালয়য়ের প্রদান শিক্ষক মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফেজ মো: রুহুল আমিন, সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম, নীলিমা বিশ্বাস, তাকিয়া সুলতানা, রেজাউল করিম প্রমুখ।

এসময় বসুন্ধরা শুভসংঘের পরিচালক জাকারিয়া জামান, কালের কণ্ঠের কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক, নিউজটোয়েন্টি ফোরের স্টাফ রিপোর্টার জাহিদুজ্জামান, বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সহ-সভাপতি এস এম জামাল, সাধারণ সম্পাদক

কাকলি খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বসুন্ধরা গ্রুপের সেলাই মেশিন পেলেন অসচ্ছল নারীরা

কুষ্টিয়ায় অসচ্ছল নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে বসুন্ধরা শুভসংঘের কুষ্টিয়ায় জেলা শাখার উদ্যোগে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে ২০ জন অসচ্ছল নারীর মাঝে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার সকালে বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এসব নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন তুলে দেন এপার বাংলা ওপার বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক, বসুন্ধরা মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক ও কালের কণ্ঠ’র প্রধান সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা।

শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মর্জিনা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতীম শীল, শুভসংঘের কেন্দ্রীয় পরিচালক জাকারিয়া জামান, কালের কণ্ঠের কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক, বসুন্ধরা বিটুমিন কুষ্টিয়া অঞ্চলের এজিএম সাদ্দাম হোসেন, এরিয়া ম্যানেজার উবায়দুর রহমান বাদশা, শুভসংঘের সহ-সভাপতি এসএম জামাল, সাধারণ সম্পাদক কাকলি খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা।

অনুষ্ঠানে ইমদাদুল হক মিলন বলেন, ‘বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং সম্ভব হলে উপজেলাতেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। তার অংশ হিসেবেই এখানে শুভসংঘ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। গত প্রায় একমাস ধরে এখানে যে ২০ জন নারী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের ২০ জনকে এবার বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় সেলাই মেশিন বিতরণ করা হলো। তারা এটি দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন ও পরিবারে সচ্ছলতা আনবেন।

তিনি আরো বলেন, ‘দেশের সবচেয়ে বড় গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ শুধু ব্যবসাই করে না তারা অনেক বড় বড় মানবিক কাজ করে। এই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছি, স্কুল, পাঠাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে দিচ্ছি। সবকিছু ছেলে-মেয়েদের ও অসচ্ছল নারীদের নিজের পায়ে দাঁড় হবার জন্য করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার ফলশ্রুতিতেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন দপ্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বসুন্ধরা গ্রুপের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করতে প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদানের যে মহতি উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয়।

কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায়

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরার ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়ার পরিচালক, কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক ও দুই বাংলার সমান জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায় এসেছেন।

দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক কুষ্টিয়া আসছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় কুষ্টিয়া জেলায় সংস্কৃতিমনা ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

দুপুরে তিনি শহরের খেয়া রেস্তরাঁয় পৌঁছালে কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক, শুভ সংঘ জেলা শাখার সহসভাপতি এসএম জামাল ও সাধারন সম্পাদক কাকলি খাতুনসহ অন্যান্য সদস্যরা ইমদাদুল

হক মিলনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কাকলি খাতুন জানান ইমদাদুল হক মিলন স্যার বৃহস্পতিবার দুপুরে পোঁছেন। আগামীকাল শুক্রবার সকালে বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় শুভ সংঘের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও কালের কন্ঠ শুভসংঘের স্কুল, পাঠাগার উদ্বোধন ও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

ইমদাদুল হক মিলন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কবিপ্রেমীরা বলেন, দুই বাংলার সমান জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায় এসেছেন।

আমাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা কাজ করছে, কারন তাঁর মতো একজন দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিকের সান্নিধ্য পাওয়া এ জেলার কবি সাহিত্যিকদের আরো ভালো লেখার অনপ্রেরণা জোগাবে

কুষ্টিয়ায় জাসদ নেতার বাড়ি-দোকানে আ.লীগের কর্মীদের হামলা-অগ্নিসংযোগ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সঞ্জয় প্রামাণিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত জাসদ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। দিনভর তাণ্ডব চালিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টায় দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শল্যচিকিৎসা বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সঞ্জয় প্রামাণিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। বুধবার সকাল থেকে ভেড়ামারা বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ করে দেয় যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা জাসদ সমর্থকদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটসহ ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া -পাল্টাধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এ ঘটনায় ৪ পুলিশ সদস্যসহ বিভিন্ন স্পটে আহত হয়েছেন অর্ধ শতাধিক।

বুধবার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভেড়ামারাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এজাহারনামীয় প্রধান আসামি শোভনসহ ৫জনকে ঘটনার দিনগত রাতেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজকের অগ্নিকাণ্ডে ঘটনায় এখনও কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ’

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যুর ঘটনায় হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে কুষ্টিয়া-দৌলতপুর আঞ্চলিক সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এদিকে ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ইনচার্জ শরিফুল ইসলাম জানিয়েছেন, সকাল পৌনে ১১টায় শুরু হয়ে বেলা ৪টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

তিনি বলেন, শুরু থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত মোট ৪টি বাড়িতে এবং একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। বাড়িগুলিতে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। ঘটনার সময় বিভিন্ন স্পট থেকে ৫ জনকে গুরুতর আহতাবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এ মুহূর্তে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত তথ্য বলা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, স্থানীয় একটি মন্দিরের কমিটি গঠন নিয়ে সৃষ্ট

দ্বন্দ্বের জেরে বুধবার (২ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভেড়ামারা শহরের গোডাউন মোড় এলাকায় পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সঞ্জয় প্রামাণিকের ওপর হামলা চালানো হয়।

এ সময় হামলাকারীদের ধারালো অস্ত্রের আগাতে মাথায় জখম হয় সঞ্জয়ের। হামলায় সঞ্জয়ের সঙ্গে থাকা বেলাল ও শ্যামল নামে আরও দুই স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মী আহত হন।

জাসদ যুবজোটের জেলা ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান শোভনের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন মিলে এ হামলা করে বলে অভিযোগ।

গত ২ আগস্ট (বুধবার) রাতে সঞ্জয়ের ওপর হামলা ও গুলির ঘটনায় জড়িত অভিযোগ এনে তার স্ত্রী বিথী রানী বাদী হয়ে জাসদ যুবজোট নেতা মুস্তাফিজুর রহমান শোভনসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০/১২ জনকে আসামি করে ভেড়ামারা থানায় মামলা করেন।

এর দুদিন পর (৪ আগস্ট) দুপুরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সঞ্জয়কে ঢাকায় নিয়ে যায় তার পরিবার। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়ায় দুই বেকারিকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মানুষ বেশ ভোজনরসিক। এছাড়াও জনপ্রিয় বেকারির তৈরি নানান খাবার সমুহ। প্রায় প্রতিটি দোকানে পাওয়া যায় কেক, হরেকরকমের বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, বাটারবন, মিষ্টি, সন্দেশ ইত্যাদি। এসব পণ্য জনপ্রিয় হলেও এর মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। অভিযোগ রয়েছে, এসব বিভিন্ন বেকারির কারখানায় এসব খাবার তৈরি হয় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে। বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াও এগুলো বাজারজাত করা হয়। সরেজমিন বেকারির কারখানাগুলোতে দেখা গেছে, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ। প্রতিটি কারখানার ভেতরে স্যাঁতসেঁতে। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, বাটারবন, মিষ্টি, সন্দেশসহ বিভিন্ন বেকারির

পণ্য।

কারখানার ভেতরে যেখানে তৈরি করা খাবার রাখা আছে, সেখানেই ময়দা ও আটার গোডাউন। পাশে রাখা আছে জ্বালানির কাঠও। সঙ্গে রয়েছে মানবদেহের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল এবং পামওয়েল তেলের ড্রাম। এর পাশেই ছড়ানো ছিটানো আছে নানা প্রকার তৈরি সব খাদ্যপণ্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযান চালিয়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এসব খাদ্যদ্রব্য তৈরির জন্য আটা- ময়দা প্রক্রিয়াজাত করানো কড়াইগুলোও নোংরা। যেসব কর্মচারী এসব পণ্য তৈরি করছেন, তাঁদের শরীর থেকে ঝরছে ঘাম।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকায় বাজার তদারকি করা হয়। এসময় জগতি ৩ নং কলোনি এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে সুমনা বেকারি এবং আইমান বেকারিতে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাসায়নিক রঙ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট এবং সাল্টু মিশিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি করা হচ্ছে। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪২ ধারা মোতাবেক সুমনা বেকারিকে ২০০০০/- এবং আইমান বেকারিকে ১০০০০/- জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

সদর উপজেলার জগতি বাজারের ৩ নং কলোনি এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে সুমনা বেকারি এবং আইমান বেকারিতে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি করছে। রাসায়নিক রঙ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট এবং সাল্টু মিশিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি করা হচ্ছে। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪২ ধারা মোতাবেক সুমনা বেকারিকে ২০হাজার টাকা এবং আইমান বেকারিকে ১০ হাজার জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ আরাফাত আলী। ভেজাল খাবার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তারপরও জনস্বার্থে এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই দুই বেকারির খাবার খেয়ে অনেক মানুষ আমাশয়সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে কীটপতঙ্গ থাকতে দেখা গেছে। আইন না মেনে শিশুদের দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন বেকারির খাবার। কোনো খাদ্যের প্যাকেটে

মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ও বিএসটিআই অনুমোদিত স্টিকার নেই।

স্থানীয় চা দোকানীরা বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। ফুটপাথে চা-পান বিক্রি করে কোনোমতে সংসার চালাই। বেকারির তৈরি এসব খাবার উৎপাদনের তারিখ দেখার সময় নাই। আর ক্রেতারা তো আর এসব জিজ্ঞেস করে না।’

কুষ্টিয়ায় মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্যর মৃত্যুতে শোক সভা

কুষ্টিয়ায় মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য প্রেসিডেন্ট মরহুমা নারগিস রহমান ও সদস্য মলি ও রাহেলা খাতুনের মৃত্যুতে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, বিএমএ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা: এএফএম আমিনুল হক রতন।

ডা: উৎপল কুমার সেনগুপ্তর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, শামসুজ্জামান, নায়েব আলী, আবু জাফর, সামসুল হক, রওশনারা বেগম, মরিয়ম বেগম, সাবিনা আক্তার টলি প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুর রাজ্জাক। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন গোলাম রব্বানী। শোকসভায় মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য ছাড়াও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় শেখ কামালের জন্মদিন পালিত

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মদিন পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খাঁন।

সাধারণ সম্পাদক আসগর আলীর পরিচালনায় জেলা আওয়ামী লীগ অফিসের হলরুমের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহসভাপতি চৌধুরী মুর্শেদ আলম মধু, সহ সভাপতি ডা: আ ফ ম আমিনুল হক রতন, মতিউর রহমান মজনু, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. হাসানুল আসকর হাসু, যুব ক্রীড়া সম্পাদক খন্দকার ইকবাল মাহমুদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোমিনুর রহমান মমিজ, দপ্তর সম্পাদক আলহাজ্ব তরিকুল ইসলাম মানিক জেলা তাঁতীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী হারুন অর রশীদ, শ্রম সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এ্যডঃ শীলা বসু, জেলা জাতীয় শ্রমিকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফকির মুকুল হোসেন, জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিকসহ সকল অঙ্গ ও সহোযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ কামালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বক্তারা বলেন, ‘মেধাবী তরুণ শেখ কামাল মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকার জন্য লড়েছিলেন। বহু গুণে গুণান্বিত ক্রীড়া ও রাজনৈতিক সংগঠক, সংস্কৃতিকর্মী, জাতীয় ক্রিকেটার শেখ কামাল প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্লাব দেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক।’ বক্তারা আরও বলেন, শেখ কামাল ‘বেঁচে থাকলে পরবর্তী সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়াসহ জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারতেন এমন এই মেধাবী তরুণকে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

আলোচনা সভার পর দোয়া মোনাজাত করা হয়। দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন জেলা তাঁতীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী হারুন অর রশীদ।

মিরপুরে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নয়া জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, দেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের সমান অংশ নেওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষা বিস্তারে এ সাইকেল বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন বলেন, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। তাই নারী-পুরুষের সমতা আনতেই আমি এই উদ্যোগটি হাতে নিয়েছি। ছেলেরা সাইকেল চালাবে সেই সঙ্গে মেয়েরাও সাইকেল চালাবে। স্কুল থেকে যাদের বাড়ী দূরে সেসব ছাত্রীরা আর বাবার টাকায় ভ্যান অটোতে না এসে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসবে। মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। বাল্যবিবাহকে না বলবে।